যুগান্তর

তারিখ ..11 JAN 2014..
পৃষ্ঠা ...১... কলাম...৫.....

সেশনজটের কবলে চবির ৩৮ বিভাগ

শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

আবু বক্কর রাব্বাত, চবি থেকে

দেড় বছরের বেশি সময়ের সেশনজটে পড়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮টি বিভাগ। শিক্ষক সংকট, শিক্ষকদের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়া, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা না নেয়া এবং পরীক্ষার খাতা নির্ধারিত সময়ে মূল্যায়ন না করার পাশাপাশি এবার যোগ হয়েছে দেশব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতায় অনির্ধারিত ছুটি। ফলে সপ্তাহে শনিবার ছাড়া সবক'টি দিনেই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। এদিকে সেশনজট দূর করতে ও বিশ্ববিদ্যালয় সচল করতে শুক্রবার

কবলে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

কবলে : সেশনজটের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মানববন্ধন করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১টি বিভাগ ও ইন্সটিটিউটের অধিকাংশ বিভাগেই রয়েছে কমবেশি সেশনজট। জীববিজ্ঞান অনুষদের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, মাইক্রোবাইওলোজি ও বায়োকেমিস্ট্রি ছাড়া কোনো বিভাগই গত এক বছরে নির্ধারিত পরীক্ষা নিতে পারেনি।

কলা অনুষদ : কলা অনুষদের বাংলা, ইংরেজি, নাট্যকলা, ইসলামী স্টাডিজ ও চারুকলা বিভাগ রয়েছে চরম সেশনজটে। এ অনুষদের পাঁচটি বিভাগের কোনোটিতেই সম্মান কোর্স (অনার্স) শেষ হচ্ছে না ৬ বছরে। এ ছাড়া অন্যান্য বিভাগগুলোতেও রয়েছে ছয় থেকে আট মাসের সেশনজট। জানা যায়, বাংলা বিভাগে একটি শিক্ষাবর্ষ শেষ করতে সময় লাগছে ২৪ থেকে ২৬ মাস। বিভাগের শিক্ষকদের উদাসীনতার কারণে লাগছে এ সময়। এ বিভাগে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা এখনও শেষ করতে পারেনি মাস্টার্স পরীক্ষা। ইংরেজি বিভাগের অবস্থাও তার ব্যতিক্রম নয়। এ বিভাগে একটি শিক্ষাবর্ষ শেষ করতে সময় লাগছে ২০ থেকে ২২ মাস। আর এ কারণে চার বছরের সম্মান কোর্স (অনার্স) শেষ করতে সময় লাগছে ৬ বছরেরও বেশি সময়।

সমাজবিজ্ঞান অনুষদ : সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অর্থনীতি, নৃবিজ্ঞান বিভাগে সেশনজট যেন কাটছেই না। এ দুটি বিভাগের কোনটিতেই সম্মান কোর্স (অনার্স) শেষ হচ্ছে না ৫ বছরের কম সময়ে। এ ছাড়া রাজনীতিবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, লোক প্রশাসন, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে রয়েছে ৬ থেকে ৮ মাসের সেশনজট। জানা গেছে, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে সবচেয়ে বেশি সেশনজটে রয়েছে অর্থনীতি বিভাগ। বিভাগটিতে প্রতিটি শিক্ষাবর্ষেই ব্যাপকহারে অকৃতকার্য হওয়ায় এ সেশনজট কাটছে না বলে মনে করেন বিভাগের শিক্ষকরা। তবে এসব বিষয় অস্বীকার করেন শিক্ষার্থীরা। তারা অভিযোগ করেন, বিভাগের শিক্ষকদের উদাসীনতার কারণেই মূলত এ সেশনজট।

আইন অনুষদ : ১৯৯৩ সালে শুরু হওয়া এ বিভাগটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজটমুক্ত বিভাগ হিসেবে পরিচিতি পেলেও বিভাগটিও এখন সেশনজটের কবলে। শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাস না নেয়া, অধিকাংশ শিক্ষকেরই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পদ নিয়ে ব্যস্ত থাকা এবং নির্ধারিত সময়ে ফলাফল প্রকাশিত না হওয়ায় বিভাগটিতে বর্তমানে ৮ মাসেরও বেশি সেশনজট রয়েছে। ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা মাস্টার্স পরীক্ষা দেয়ার কথা থাকলেও এখনও তাদের ক্লাসই শুরু হয়নি।

বাণিজ্য অনুষদ : এ অনুষদের চারটি বিভাগের সব কটিতেই রয়েছে দু'বছরের বেশি সেশনজট। জানা যায়, ফিন্যান্স বিভাগে সেশনজট তুলনামূলক কম থাকলেও মার্কেটিং, একাউন্টিং এবং ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সেশনজটের লাগাম যেন টানছেই না। এ তিনটি বিভাগে সম্মান (অনার্স) এবং মাস্টার্স কোর্স শেষ করতে সময় লাগছে ছয় বছরেরও বেশি।

বিজ্ঞান অনুষদ : বিজ্ঞান অনুষদের প্রায় সবকটি বিভাগেই রয়েছে দেড় বছরের বেশি সেশনজট। পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ, গণিত এবং পরিসংখ্যান বিভাগে সেশনজট রয়েছে এক বছর। এসব সেশনজট শিক্ষকসৃষ্ট বলে অভিযোগ থাকলেও সেশনজটের পেছনে শিক্ষকদের হাত নেই বলে দাবি করেন শিক্ষকরা।

জীববিজ্ঞান অনুষদ : বিশ্ববিদ্যালয়ের সবক'টি বিভাগ সেশনজটের কবলে থাকলেও ব্যতিক্রম রয়েছে জীববিজ্ঞান অনুষদ। এ অনুষদে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োকেমিস্ট্রি এবং মাইক্রোবায়োলজি সেশনজটমুক্ত বলে দাবি করেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। তবে চরম সেশনজটে রয়েছে মনোবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগ। বিভাগটিতে চার বছরের অনার্স শেষ করতে সময় লাগছে ৬ বছরেরও বেশি সময়। মনোবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক সংকটকে এ জন্য দায়ী করছেন শিক্ষার্থীরা।

এ ছাড়া আরও ব্যাপক সেশনজটে রয়েছে ইন্সটিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ এবং ইন্সটিটিউট অব ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস। ইন্সটিটিউট দুটিতে চার বছরের অনার্স শেষ করতে সময় লাগছে ছয় বছরেরও বেশি সময়।

বছরের দু'তৃতীয়াংশ দিনই ক্যাম্পাস বন্ধ : বছরের দু'তৃতীয়াংশ দিনই বন্ধ থাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। এর মধ্যে জুন মাসে নির্ধারিত একমাস ছুটি ছাড়া অধিকাংশই অনির্ধারিত ছুটি। পবে বরাতসহ বর্ষাকালীন ছুটি উপলক্ষে বন্ধ ছিল ১ জুন থেকে ৩০ জুন। এ ৩০ দিনের পরেই ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস বন্ধ ঘোষণা করা হয় ১ থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত। ৮ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ঈদুল আজহা ও দুর্গাপূজাসহ শরৎকালীন ছুটি। ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে ১৫ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ক্লাস হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এভাবেই গত বছর ৯৮ দিন ঘোষিত ছুটিতে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। এই বাড়তি ঘোষিত বন্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বছরজুড়ে আঞ্চলিক ও পুরো দেশে বিরোধীদলীয় জোটের ডাকা প্রায় ৭৫ দিনের হরতাল, ও অবরোধে অঘোষিত ছুটি। সঙ্গে ৫২ দিনের সাপ্তাহিক ছুটি। ২০১৩ সালের এ ছুটি গত ১০ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বনিম্ন ক্লাস হওয়ার রেকর্ড বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে।

শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন : বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান সেশনজট দূরীকরণ ও ক্লাস পরীক্ষা সচল করতে মানববন্ধন করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। শুক্রবার নগরীর প্রেস ক্লাব চত্বরে এ কর্মসূচি পালন করে তারা। মানববন্ধনে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, বিরোধী দলের অবরোধ ও হরতালের দোহাই তোলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকরাই ক্লাসে আসেন না। গত এক বছর ধরে এ অবস্থা চললেও প্রশাসন এ বিষয়ে উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছে। অবিলম্বে ক্লাস পরীক্ষা চালু করে বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার দাবি জানান তারা।

সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফ যুগান্তরকে বলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুণ দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই বন্ধ ছিল। এছাড়া শিক্ষকদের সহযোগিতা পেলে সেশনজটসহ অন্য সমস্যাদি দূর করা সম্ভব।